ক. জাহ্নবাদেবী বা জাহ্নবী ঠাকুরানী :

গোটা মধ্যযুগ জুড়ে বলশালী পুরুষতন্ত্রের দাপটে নারীরা ছিল কোণঠাসা। নারীত্বের সেই চরম অবমাননার দিনে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তর ভাগ থেকে উঠে এলেন এক মহীয়ষী নারী, যিনি তাঁর সুকঠিন ব্যক্তিত্বে, প্রাতিস্বিক চিন্তায়, সাংগঠনিক দক্ষতায়, নিপুণ কর্মকুশলতায় ও অভাবিত সক্রিয়তায় ক্ষমতাশালী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইনি চৈতন্য-পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী গোস্বামিনী জাহ্নবাদেবী।[৫] তিনি যুগযুগান্তরের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে পুরুষসুলভ আচরণে ও স্থির প্রজ্ঞায় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। গৃহবন্দিনী নারীদের অন্ধকার জীবনের নিরিখে সে ছিল এক নতুন দিনের আভাস।[৬] বৈষ্ণব মহিলাগুরুদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবাদেবী। ১৪৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে নবদ্বীপের কাছে শালীগ্রামে (কালনার নিকটে) তাঁর জন্ম। তিনি অম্বিকা কালনায় পিতা সূর্যদাস পণ্ডিত, রাজদত্ত উপাধি সরখেল এবং মাতা ভদ্রাবতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা - বড় বসুধা এবং ছোট জাহ্নবা বা জাহ্নবী। নিত্যানন্দ সূর্যদাসের দুই কন্যাকেই বিবাহ করেন।[৭] কেউ কেউ মনে করেন জাহ্নবাকে নিত্যানন্দ যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন।[৮] বিবাহের পর স্ত্রীদের নিয়ে নিত্যানন্দ বড়গাছিতে এলেন। এরপর কিছুকাল সপ্তগ্রামে বাস করার পর শেষে খড়দহে চলে আসেন।[৯] বসুধার গর্ভে আটপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হলেও বেঁচে থাকে কন্যা গঙ্গা এবং কনিষ্ঠ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র। সম্ভবত স্বামীর মৃত্যুর পর জাহ্নবাদেবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি নিজ বোন এবং সপত্নীর পুত্র বীরভদ্রকে প্রথমে অস্বীকৃত হলেও দীক্ষা দেন। জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দের দাস্যভাব ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সবসময় গ্রহণ করেননি। তবে তিনি বৈষ্ণব প্রথার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেম বিলাস' থেকে জানা যায় তিনি দু'বার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি মারা যান।[১০] বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১১] খরদহ শ্রীপাটে জাহ্নবাদেবীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব তাঁর ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ এবং একালের দৃষ্টিতে দেখলে সেকালের নিশ্ছিদ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ক্ষমতালাভের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বহু বৈষ্ণব উৎসবে ও সম্মেলনে তিনি যোগদান করেছিলেন। তিনি নবদ্বীপ, কাটোয়া, বুধুরী, কালনা, শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের বর্ষীয়ান বৈষ্ণবদের সমীহ ও সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজে তিনিই প্রথম নারী-মহান্ত যিনি

Scanned by CamScanner

দীক্ষা দিতে শুরু করেন। তাঁর কাছে দীক্ষা পান বীরচন্দ্র, রামচন্দ্র, গঙ্গাদেবী, বীরচন্দ্র-পত্নী, শ্রীমতী ও নারায়ণী, শচীনন্দন, জ্ঞানদাস, নিত্যানন্দ ও আরো অনেকে। এই দীক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি 'মা-গোসাঁই' হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।[১২] তিনি 'শ্রীঈশ্বরী' রূপে সর্বত্র সম্মান লাভ করেছিলেন। তবে তিনি কোনও পৃথক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় গঠন করেননি। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্ব থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য, খড়দহে নিত্যানন্দ, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার, কটোয়ায় গদাধর দাসকে কেন্দ্র করে প্রধান প্রধান গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মূলতত্ত্ব বিষয়ে তেমন পার্থক্য না থাকলেও এঁদের পরস্পরের মধ্যে অভাব ছিল সংঘবদ্ধতার। প্রত্যেকটি শ্রীপাট নিজ গোষ্ঠীর প্রতি আত্মকেন্দ্রীক থাকার ফলে সামগ্রিকভাবে মহাপ্রভুর ভাব-আন্দোলন ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। এক্ষেত্রে জাহ্নবাদেবী এগিয়ে এলেন গোষ্ঠীদ্বন্ধ মিটিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে একত্রিত করতে – যা এক কথায় অভূতপূর্ব।[১৩] তিনি 'বৈধী' ভক্তি প্রচারের উদগাতা ছিলেন।[১৪] কুতুব-উদ্দীন নামক এক দুর্ধর্ষ মুসলমান ডাকাত তাঁর শিষ্য হয়ে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেছিলেন।[১৫] বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণবগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে শিশুকৃষ্ণদাস নামে এক বৈষ্ণব সক্রিয় ছিলেন। শৈশবে কৃষ্ণদাস জাহ্নবাদেবীর দ্বারা পালিত হয়েছিলেন।[১৬] তাঁর বৈষ্ণবীয় আদর্শ রাজবল্লভ গোস্বামীর 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি রাজশাহী জেলার গরানহাটের সুবিখ্যাত নরোত্তম দাসের খেতুরি উৎসবে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে যোগদান করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।[১৭] তিনি পায়ে হেঁটে বরেন্দ্রভূমি সহ গৌড়বঙ্গে ধর্মপ্রচার করতে থাকলেন; প্রতিষ্ঠা করলেন গোপীনাথের বিগ্রহ। তিনি একে একে একচক্রা, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ-শ্রীবাসগৃহ, অম্বিকা হয়ে খড়দহে এলেন। কিছু দিনের মধ্যে নয়ন ভাস্কর রাধিকা-মূর্তি তৈরি করে আনলেন। সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে রাজা বীরহাম্বীর জাহ্নবাদেবীকে এক হাজার টাকা দিলেন। জয়পুরের রাজা আদি-বিগ্রহ গ্রহণ করলে গোপীনাথের বাঁদিকে নতুন বিগ্রহ বসান হল। এই নতুন বিগ্রহের নাম হল - জাহ্নবা ঠাকুরানী বা জাহ্নবা-রাধিকা।[১৮] ১৭৯২ সালে মার্কিন নারীবাদী লেখিকা মেরি উলস্টোন ক্রাফট তাঁর [redacted] (Vindication of the Rights of Women) গ্রন্থে তিনি বিশ্বের নারী মুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু এরও দুশো-আড়াইশো বছর আগে ভারতবর্ষের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক দেশে পুরুষতন্ত্রের চরম ঘেরাটপের মধ্যে থেকেও এক অর্ধশিক্ষিতা বঙ্গনারী পুরুষের সমতুল্য সক্রিয়তা ও মর্যাদা অর্জন করেছিলেন – এটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।[১৯]

বস্তুত, বাংলার চৈতন্য পরবর্তিকালে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনে গোস্বামিনী জাহ্নবাদেবী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতকের নারীজাগৃতির ঊষালগ্নের এক বিশিষ্ট নারীব্যক্তিত্ব, যিনি প্রথম মহিলা মহান্ত হয়ে অন্তঃপুরের পুরুষ নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করে বহির্বঙ্গের আঙিনায় পা রেখেছিলেন ও আচার্য-গোস্বামীদের সমমর্যাদায় ভূষিতা হয়েছিলেন। গৃহবন্দিনী নারীকে জীবনের এই নতুন পথ দেখানোর জন্যই জাহ্নবাদেবী বঙ্গদেশের পটভূমিতে নারীবাদে প্রথম নকীব, গৌড়বঙ্গের নারী-ক্ষমতায়নের ভোরবেলার 'শুকতারা' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[২০] এইভাবে জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণব জগতে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

Scanned by CamScanner